চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ০৩ নভেম্বর ২০২২ খ্রি.

ডেঙ্গুর প্রকোপ বৃদ্ধি প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণে মতবিনিময় সভায় মেয়র

ডেঙ্গু মোকাবেলায় সমন্বিত ও সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ এখন সময়ের দাবি

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেযর মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, ডেঙ্গু মোকাবেলায় সমন্বিত ও সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ এখন সময়ের দাবি। নাগরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চসিকের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলেও এককভাবে ডেঙ্গুর মতো রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। সে কারণে সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজন বিধায় এই সভাটি অনেক গুরুত্ব বহন করে। বিগত তিন মাস ধরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ডেঙ্গু ও মশক বাহিত রোগ প্রতিরোধে বিশেষ ক্রাশ প্রোগ্রাম পরিচানা করে আসছে। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জনসাধারনকে সচেতন করা হচ্ছে। মশক বাহিত রোগ প্রতিরোধে লক্ষ্যে স্থানীয় পত্রিকায় সচেতনতা মূলক ও সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রচার, কেবল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে, ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিটি গঠন করে প্রচার-প্রচারনা, মসজিদের ইমাম, মন্দিরের পুরোহিতের মাধ্যমেও প্রচার চালানো হচ্ছে। বাড়ির আঙ্গিনা নির্মাণাধীন বাড়ির নিচতলা ও এসির পানির ধারক, ডাবের খোসা প্রভৃতিতে পানি জমিয়ে না রাখার জন্য জনগণকে সচেতন করা হচ্ছে। রেড ক্রিসেন্ট ও আরবান ভলান্টিয়ারের যৌথ টিমের মাধ্যমে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে লিফলেট ও হ্যান্ড মাইকের মাধ্যমে প্রচারনা অব্যাহত রয়েছে। তিনি আরো বলেন, মশক নিধন কাজে অতীতে ২০০ জন স্প্রেমেনের স্থলে ৪০০ জন উন্নীত করা হয়েছে। ৮০টি ফগার মেশিন ও ৩২০ টি স্প্রে মেশিন দিয়ে ওষুধ ছিটানোর কাজ চলমান আছে। সকল আবাসিক ও মহল্লা কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বরাবর ডিও লেটার পাঠিয়ে মহল্লা ও আবাসিকে বসবাসরত ভবন মালিক ও ভাড়াটিয়াদের সচেতন করার পরামর্শ দেয়া হয়। মেয়র বলেন, জলাবদ্ধতা নিরসনে যে মেগা প্রকল্পের কাজ চলমান আছে সেখানে ৩৬টি খাল খননের প্রয়াজনে যে বাঁধ অনেক জায়গায় দেয়া হয়েছিল আজ তিন বছর অতিবাহিত হলেও বাঁধ গুলোর মাটি অপসারণ করে পানি চলাচলের ব্যবস্থা না থাকার ফলে জমে থাকা পানিতে মশার প্রজনন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এমনকি এখন বৃষ্টিপাত না হলেও অনেক এলাকার বাসা বাড়ির আঙিনাতেও পানি জমে আছে ফলে নগরবাসীর ভোগান্তি থেকে পরিত্রান পাচ্ছে না। তিনি ডেঙ্গুর প্রকোপ বৃদ্ধি প্রতিরোধে নাগরিক সচেতনতাকে প্রাধান্য দিয়ে সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থাকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। আজ বৃহস্পতিবার বিকালে বাটালিহিলস্থ নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে ডেঙ্গুর প্রকোপ বৃদ্ধি প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণ বিষয়ক নগরীর বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মো. আবুল হাশেমের সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলম, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরিচালক বিগ্রেডিয়ার মোঃ শামীম আহসান, চসিক বর্জ্য স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি কাউন্সিলর মোবারক আলী, সিভিল সার্জন ডাঃ মোহাম্মদ ইলিয়াস চৌধুরী, চসিক সচিব খালেদ মাহমুদ, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ সেলিম আকতার চৌধুরী, বিভাগীয় সহকারী পরিচালক ডাঃ সুমন বড়ুয়া, সিডিএ'র নিবাহী প্রকৌশলী মোঃ মাহফুজুর রহমান, বিভাগীয় কীট তত্ত্ববিদ মোঃ মফিজুল হক শাহ, এভার কেয়ার হাসপাতালের জিএম ডাঃ ফজলে আকবর চৌধুরী।

এতে উপস্থিত ছিলেন চসিক প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ইমাম হোসেন, সিডিএ প্রতিনিধি মোহাম্মদ ওসমান, তানভীর হোসেন, সার্জিকোপ হাসপাতালের ম্যানেজার মোঃ ইনামুল হক, শামীম আহমেদ হেলাল, মিজানুর রহমান প্রমুখ।

মেয়র আরো বলেন, ছাদ বাগান, নির্মাণাধীন ভবন, এসির পানি পাত্রে জমে থাকলে সিটি কর্পোরেশনের পাশাপাশি সিডিএ'র ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করতে হবে। তাছাড়া দোকানের সামনে চিপসের খালি প্যাকেট, পলিথিন, ডাবের খোসা, টায়ার টিউব ইত্যাদিতেসহ কোথাও পানি জমে থাকা স্থান দৃশ্যমান হলে জরিমানার আওতায় আনার ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি স্বাস্থ্যকর্মীদের ডেঙ্গু প্রতিরোধ কর্মকান্ডের সাথে সংযুক্ত করার নির্দেশ দেন। মেয়র বেসরকারি ভাবে পরিচালিত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে বলেন, আমরা জানতে পরেছি নগরীরতে বেসরকারি

হাসপাতালগুলো ডেঙ্গু চিকিৎসায় জাতীয় গাইডলাইন অনুসরণ করছেন না যা অত্যন্ত দুঃখজনক। তিনি চট্টগ্রাম সিভিল সার্জনকে বেসরকারি ক্লিনিকে জাতীয় গাইডলাইন অনুসারে ডেঙ্গুর চিকিৎসা সেবা প্রদানে তদারিকর আহ্বান জানান। মেয়র বেসরকারি ক্লিনিকগুলোতে কমপক্ষে পাঁচটি শয্যা গরীব-অসহায় রোগীদের জন্য বিনামূল্যে সংরক্ষণে রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক বিগ্রেডিয়ার জেনারেল শামীম আহসান বলেন, চট্টগ্রাম মেডিকেলে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়ে ৭ জন রোগী মারা গেছেন। তারা সকলে অন্তিম সময়ে হাসপাতালে আসেন চিকিৎসার জন্য। তবে আজ অবধি সহস্রাধিক রোগী চট্টগ্রাম মেডিকেলে চিকিৎসা গ্রহণ করে সুস্থ হয়েছে। তাদের সবার ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর সংরক্ষণ করা আছে, যা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় হলে সেখানে প্রতিরোধের বিশেষ ব্যবস্থা নিতে সহায়ক হবে বলে তিনি আশা করেন।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ছাদ বাগানের মালিকদের সচেতন হবার সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার কথা উল্লেখ করে বলেন, ডেঙ্গু রোগীর ঠিকানা ও অবস্থান সংগ্রহ করে তাতে কুইক রেস্পন্স টিমের মাধ্যমে ব্যবস্থা নিতে হবে।

সিভিল সার্জন ডা. মোঃ ইলিয়াস চৌধুরী বলেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধে আইইডিসিআর রিপোর্ট উল্লেখ করে বলেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধে তিনটি কাজ সম্পন্ন করা আবশ্যক তা হলো মশক, পোষক ও পরিবেশ। এই তিনটি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বলেন শুধু নালা নর্দমায় ঔষধ ছিটালেই এডিস মশা প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস হবে না। সেক্ষেত্রে চসিককে নালায় ওষুধ ছিটানোর চাইতে সচেতনতার উপর জোর দিতে হবে। তিনি চসিক এলাকায় বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষার্থীদের পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করা এবং ফুলহাতা সার্ট ও সু-জুতা পরিধান করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

চসিকে প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. সেলিম আকতার চৌধুরী বলেন, চসিক স্বাস্থ্য বিভাগ ঙেঙ্গু প্রতিরোধে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বিশিষ্ট গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজ পরিচালিত হৃদয়ে মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানে ছাদ বাগানে পানি জমে না থাকার বিষয়টিকে তাঁর অনুষ্ঠানে সংযোজন করে জনসাধানকে উদ্বুদ্ধ করনে অনুরোধ পত্র প্রেরন করার জন্য মেয়রের প্রতি অনুরোধ জানান।

এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মেয়র

শিক্ষা শেষে কর্মক্ষেত্রে দেশের স্বার্থকে বিবেচনায় রেখে দায়িত্ব পালন করে সমাজ ও দেশের কল্যাণে নিজেকে শপে দিতে হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, পরীক্ষার্থীদের বিদায় হলো সম্ভাবনার হাতছানি। আজকের বিদায় দারুন সম্ভাবনার ও আনন্দের। তিনি বলেন, জীবনের লক্ষ্যে স্থির করার পথ হলো এই এইচএসসি পরীক্ষা। ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা ও মননের বিকাশ সাধন করে নিজের প্রতিভার পরিচয় প্রকাশিত হওয়ার সময়। তিনি বিদায়ী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের বিশ্বমানের নাগরিক হওয়ার মানসিকতা ধারণ করে জীবনকে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষা শেষে কর্মক্ষেত্রে দেশের স্বার্থকে বিবেচনায় রেখে দায়িত্ব পালন করে সমাজ ও দেশের কল্যাণে নিজেকে শপে দিতে হবে। সর্বক্ষেত্রে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংকীর্ণতা পরিহার করে ইতিবাচক চিন্তা চেতনায় পরিচালিত হয়ে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার আলোকে মানুষের কল্যান করতে হবে। তিনি বলেন, জীবনকে উন্নত করতে হলে শিক্ষার বিকল্প নেই। যে দেশের জনগন যত বেশি শিক্ষিত সেদেশ তত বেশি উন্নত। তিনি বলেন, আধুনিক প্রযুক্তির এই যুগে কোন ধরণের শিক্ষা অর্জন করবে সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখনই সময়। আজ বৃহস্পতিবার সকালে কায়সার নিলুফার সিটি কর্পোরেশন কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলমের সভাপতিত্বেও নিশাত হাছিনা শিরিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলর চৌধুরী হাসান মাহামুদ হাসনী, হাজী নুরুল হক, সংরক্ষিত কাউন্সিলর রুমকী সেন গুপ্ত, সাবেক কমিশনার পেয়ার মোহাম্মদ, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা লুৎফুর নাহার, শিক্ষা কর্মকর্তা উজালা রানী চাকমা, কলেজ পরিচালনা কমিটির সদস্য জাহাঙ্গীর আলম, শিক্ষক টিংকু চক্রবর্তী, শিক্ষার্থী মুক্তি দত্ত। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কলেজের অধ্যক্ষ শেখ মুহাম্মদ ওমর ফারুক ও মানপত্র পাঠকরেন জুলি আকতার।

মেয়র শিক্ষকদের উদ্দেশ্য বলেন, শিক্ষকরাই আমাদের শক্তি। নতুন প্রজন্মকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে শিক্ষাকদের বিকল্প নেই। একজন আদর্শ শিক্ষক তাঁর অর্জিত শিক্ষা দিয়ে শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলেন। মেয়র শিক্ষার্থীদের পড়া লেখার পাশাপাশি সাহিত্য, সংগীত চার্চা সর্বোপরি শিক্ষা শেষে মেধা মননকে কাজে লাগিয়ে মানুষের কল্যাণে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ বাস্তবায়ন ও অসাম্প্রদায়িক দেশ গঠনে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কাউন্সিলর চৌধুরী হাসান মাহমুদ হাসনী বলেন, কায়সার নিলুফার কলেজ অনেক প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে এই কলেজটিতে চসিক পরিচালিত নতুন স্কুল ভবন নির্মানের কারণে তিনটি স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। যে কারণে কলেজের শিক্ষার পরিবেশ অনেকখানি ক্ষুন্ন হচ্ছে। তিনি বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিজস্ব ভবনের নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান।
সভাপতি বক্তব্যে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলম শিক্ষার্থীদের উদ্দ্যেশ্য বলেন, পাঠ গ্রহনের পাশাপাশি নৈতিকতা ও মানবিক গুনাবলি অর্জন করতে না পারলে প্রকৃত শিক্ষিত হতে পারবেনা। এই মানবিক গুনাবলী ও নৈতিকতা জীবনের প্রতিটি স্তরে প্রয়োগ করা গেলেই সাফল্য অনিবার্য্য বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।
পরে মেয়র বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও ২০২১ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জনকারি শিক্ষার্থীদের মাঝে ক্রেস্ট বিতরণ করেন। এবং কলেজ শিক্ষার্থীদের পরিচালনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

প্রফেসর এএসএম ফজলুল করিমের মৃত্যুতে সিটি মেয়রর শোক

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের প্রতিষ্ঠান সাধারণ সম্পাদক সাবেক প্রেসিডেন্ট প্রফেসর এ এস এম ফজলুল করিমের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি এক শোক বানীতে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

চসিকের ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত

এডিস মশার লার্ভা পাওয়ায় দুই ভবন মালিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ বৃহস্পতিবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। চসিক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী পরিচালিত অভিযানে নগরীর ফিরোজশাহ কলোনী এলাকায় ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে এডিস মশার উৎসস্থল বিভিন্ন বাসা বাড়ীর ছাদ বাগান ও নির্মানাধীন ভবন পরিদর্শন করা হয়। এডিস মশা জন্ম স্থান পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য জনসাধারনের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়। এসময় ২টি নির্মাণাধীন ভবনের নীচে এডিস মশার বংশ বিস্তারে জমাটবদ্ধ পানির উৎস পাওয়ায় ভবন মালিকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩